দামুড়হুদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৩টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেল-এর সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসার নিলীমা আক্তার হ্যাপী, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবু হাসান, উপজেলা মৎস্য অফিসার বিল্লাল হোসেন, উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রসিদ, দামুড়হুদা মডেল থানার প্রতিনিধি এসআই সবুজ উদ্দীন, দর্শনা থানার প্রতিনিধি এসআই আরিফুল ইসলাম, দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক শামসিয়া ফাহমিদা রহমান, দামুড়হুদা পাইলট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম, উপজেলা ভারপ্রাপ্ত নির্বাচন অফিসার রাশিদুল ইসলাম, উপজেলা মডেল মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওঃ মামুনুর রশীদ সহ সভায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ২১শে ফেব্রুয়ারি উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে রাত ১২টা ১ মিনিটে শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা, প্রভাতফেরি, আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা, দোয়া মাহফিল এবং পুরস্কার বিতরণী সহ নানা আয়োজন।

সভাপতির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেল বলেন, ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। তিনি সকলকে যথাসময়ে উপস্থিত থেকে কর্মসূচি সফল করার আহ্বান জানান। সভা শেষে

সার্বিক প্রস্তুতি ও দায়িত্ব বণ্টনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

দর্শনায় প্রবাসীর কাছ থেকে টাকা ছিনতাই, আটক ২

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন কুড়ুলগাছি বদ্দি মোড় সংলগ্ন এলাকায় রবিবার রাত সাড়ে ৮টার সময় হুমায়ুন হোসেন নামে এক মালয়েশিয়া প্রবাসীর কাছ থেকে (মালয়েশিয়ান মুদ্রা) ৫০০ রিঙ্গিত ও ২০ হাজার বাংলাদেশি টাকা ছিনতাই হয়েছে বলে জানা গেছে।

ছিনতাইকারীর কবলে পড়া হুমায়ুন হোসেন কিশোরগঞ্জ জেলার শেওড়া গ্রামের আফতাব উদ্দিনের ছেলে।

ভুক্তভোগীর অভিযোগের ভিত্তিতে হুমায়ুন হোসেনের ভাষ্যমতে, কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ধান্যঘরা গ্রামের রাজু আমার সঙ্গে দীর্ঘদিন মালয়েশিয়া ছিলেন। রাজু তার পরিবারের সমস্যা ও অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে আমার কাছ থেকে ৫১ হাজার টাকা ধার নেয় এবং এক মাস পর টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বলে। কিন্তু রাজু তা ফেরত না দিয়ে বিভিন্ন টালবাহানা দেখিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ঘুরাচ্ছে।

আমার পাওনা ধারের টাকা নিতে রবিবার আমি চুয়াডাঙ্গার ধান্যঘরায় রাজুর বাড়িতে যাই। এ সময় রাজুর বাড়িতে কিছুক্ষণ বসার পর রাজু বলে, ‘আমার ভাই রানা তোমাকে টাকাটা দেবে, তুমি রানার সঙ্গে যাও।’ তখন রানা আমাকে একটি বাসার ভেতরে নিয়ে যায়। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাকে এলোপাতাড়িভাবে মারধর শুরু করে এবং আমার কাছে থাকা মালয়েশিয়ার ৫০০ রিঙ্গিত ও বাংলাদেশি নগদ ২০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়।

স্থানীয়দের সহযোগিতায় দর্শনা থানা পুলিশকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানাই। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ছিনতাই হওয়া টাকা উদ্ধারে অভিযানে নামে।দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান জানান, এ ব্যাপারে থানায় হুমায়ুন হোসেন বাদী হয়ে একটি

মামলা দায়ের করেছেন। দুই অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। আটককৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং ছিনতাইকৃত টাকা উদ্ধারে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে।

দামুড়হুদায় স্কুল দপ্তরিকে কুপিয়ে জখম, আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার নতিপোতা ইউনিয়নের হেমায়েতপুর গ্রামে হারুন-উর রশিদ (৩৯) নামে এক স্কুল দপ্তরিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল-এ ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে হেমায়েতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে এই ঘটনা ঘটে।

আহত হারুন-উর রশিদ নতিপোতা ইউনিয়নের হেমায়েতপুর গ্রামের ক্লাবপাড়ারর শাহাজান আলীর ছেলে। তিনি হেমায়েতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দপ্তরি হিসেবে কর্মরত।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা আগে দুইজন অপরিচিত ব্যক্তি মোটরসাইকেল নিয়ে বিদ্যালয়ের সামনে ঘোরাঘুরি করছিল। দপ্তরি হারুন-উর রশিদ বিদ্যালয়ের সামনে একটি দোকানে গেলে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে পালিয়ে যায়।

আহত হারুন-উর রশিদ জানান, সকালে বিদ্যালয়ে দায়িত্ব পালন শেষে নাস্তার জন্য বাইরে বের হলে মোটরসাইকেলে করে আসা দুইজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তার উপর অতর্কিত হামলা চালায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা প্রকাশ্যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপাতে থাকে। তার চিৎকারে স্থানীয় লোকজন ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এগিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা

দ্রুত মোটরসাইকেলে করে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার

করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। হামলার কারণ কিংবা হামলাকারীদের পরিচয় সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না বলে জানান।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা: শাপলা খাতুন জানান, আহতের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। বিশেষ করে দুই হাত ও পেটে গুরুতর ক্ষত পাওয়া গেছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে পুরুষ সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি রাখা হয়েছে। বর্তমানে তিনি আশঙ্কামুক্ত। সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন জানান, ভুক্তভোগীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তবে এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়রা দ্রুত হামলাকারীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন।

নেশাখোর ছেলের হাতে ভ্যান চালক পিতা জখম

আলমডাঙ্গায় নেশাখোর ছেলের হাতে ভ্যান চালক পিতা মারাত্মক জখম হয়েছে।আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী বাগানপাড়ায় ঘরোয়া বিরোধে নেশাখোর ছেলের হামলায় বাবা গুরুতর জখম হয়েছে।

জানা গেছে আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী গ্রামের বাগানপাড়ায় পারিবারিক বিরোধের জেরে ছেলের হামলায় আমীর হোসেন (৫০) নামে এক ব্যক্তি গুরুতর রক্তাক্ত ও জখম হয়েছেন। তিনি পেশায় দিনমজুর ও পাখিভ্যানচালক। অভিযুক্ত ব্যক্তি হামলাকারী তার বড় ছেলে টিপু সুলতান (৩০)। গতকাল সোমবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে নিজ বাড়িতে এ মারপিটের ঘটনা ঘটে।

আহত আমীর হোসেন জানান, দীর্ঘদিন ধরে সে নেশা করে আমার কোন খোঁজখবর রাখে না। এর আগেও বিভিন্ন সময়ে তাকে নির্যাতন করেছে।

সোমবার ছাগল বিক্রির টাকা চাইতে গেলে ছেলে তাকে হত্যার হুমকি দেয়। একপর্যায়ে শাবল দিয়ে মাথায় আঘাতের চেষ্টা করলে তিনি সরে যান , তখন শাবলের আঘাত তার চোখে লাগে। এতে তিনি রক্তাক্ত হয়ে গুরুতর আহত হন। ঘটনার পর তিনি আইনের আশ্রয় চেয়েছেন।

প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, টিপু সুলতান বাবার কাছ থেকে কেনা ছাগলের টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে মারধর করেন। স্থানীয়দের ভাষ্য , অভিযুক্ত ব্যক্তি কয়েকদিন ধরে নেশায় জড়িত ছিলেন, যা ঘটনার পেছনে প্রভাব ফেলতে পারে। ঘটনার পর স্থানীয়রা আহত আমীর হোসেনকে উদ্ধার করে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করেন।

চিকিৎসকদের মতে, তার চোখে গুরুতর আঘাত রয়েছে, তবে বর্তমানে তিনি আশঙ্কামুক্ত। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতাল-এ রেফার্ড করা হয়েছে।

এ ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দা ও স্বজনরা গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তারা অভিযুক্ত টিপু সুলতানকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

দর্শনায় ২৫ বোতল ভারতীয় ইস্কাফসহ একজন গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ২৫ বোতল ভারতীয় ইস্কাফসহ মিরাজুল ইসলাম (২১) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত মিরাজুল দর্শনা ইসলাম বাজারপাড়া এলাকার আবু সিদ্দিকের ছেলে।

সোমবার সকাল ১০টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে দর্শনা বাসস্ট্যান্ডের অপু ফার্মেসির সামনে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মিরাজুল ইসলামকে আটক করা হয়।

পরে তার দেহ তল্লাশি করে ২৫ বোতল ভারতীয় ইস্কাফ উদ্ধার করে

পুলিশ। একই দিন তাকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

জীবননগরে আলমসাধু উল্টে দর্শনার ১৬ জন আহত, আশঙ্কাজনক ২

জীবননগরে আলমসাধু উল্টে দর্শনার ১৬ জন আহত, আশঙ্কাজনক

দর্শনা অফি

জীবননগর উপজেলার উথলিতে শিয়ালের সঙ্গে ধাক্কা লেগে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি আলমসাধু উল্টে গিয়ে ১৬ জন নারী-পুরুষ আহত হয়েছেন। আহতরা সবাই দর্শনা রামনগর বাগদী পাড়ার বাসিন্দা।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, তারা বিভিন্ন হাটবাজারে ঝুড়ি-ঝাপি বিক্রি শেষে আলমসাধু যোগে বাড়ি ফিরছিলেন। উথলি মোড় পার হওয়ার পর হঠাৎ একটি শিয়াল সামনে চলে এলে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে গাড়িতে থাকা নারী-পুরুষরা ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়।

ওই এলাকায় নিকটবর্তী কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র না থাকায় আহতদের আলমসাধু যোগেই দর্শনা পুরাতন বাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে স্থানীয় চিকিৎসক মোস্তফা ডাক্তারের ফার্মেসিতে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন ১৪ জন। বাকি দু’জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল-এ ভর্তি করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় আগুনে পুড়ে ৪ বিঘা পানের বরজ ভস্মীভূত

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৫ জন কৃষকের প্রায় ১৩০ শতাংশ জমির পানের বরজ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গতকাল রবিবার আনুমানিক দুপুর ২:৩০ মিনিটের দিকে ডাউকি গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় জান্নাতুল বাকি কবরস্থানের পাশে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ডাউকি গ্রামের পশ্চিম পাড়ার পানচাষি মিথুন আলি, রিপন আলি, টিপু সুলতান, মোতালেব হোসেন ও আহম্মদ আলির সম্মিলিত প্রায় চার বিঘা জমির পানের বরজ ছিল। গতকাল দুপুরে হঠাৎ করেই একটি বরজে আগুনের সূত্রপাত হয় এবং মুহূর্তের মধ্যেই শুকনো পানের বরজগুলোতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ধারণা করা হচ্ছে, পানের বরজে সেচ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক মোটরের তারের শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুনের উৎপত্তি।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফায়ার সার্ভিসের একটি দল। আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুপুর আনুমানিক ২:৪০ মিনিটে তারা আগুনের খবর পান এবং তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের প্রায় এক ঘণ্টার আপ্রাণ চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও ততক্ষণে পাঁচটি বরজই ভস্মীভূত হয়ে যায়। প্রাথমিক তদন্ত শেষে ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, এই অগ্নিকাণ্ডে চাষিদের আনুমানিক ৪ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এদিকে ডাউকি গ্রামের মেম্বর বাদসা বলেন, ভুক্তভোগী পরিবারের প্রধান আয়ের উৎস হারিয়ে তারা এখন দিশেহারা। স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও আগুনের তীব্রতা বেশি হওয়ায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো সম্ভব হয়নি। এই বিশাল ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে এবং পুনরায় ঘুরে দাঁড়াতে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা এখন প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করছেন।

আলমডাঙ্গায় বীর মুক্তিযোদ্ধা উম্মাদ আলির রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জের বীরমুক্তিযোদ্ধা উম্মাদ আলির রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জের খুদিয়াখালী গ্রামের মৃত খোকাই জোয়ার্দ্দারের ছোট ছেলে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বীর মুক্তিযোদ্ধা উম্বাদ আলী জোয়ার্দ্দার (৮০) ইন্তেকাল করেছেন। গত শুক্রবার রাত ৮ টার দিকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরন করেন।

গতকাল রবিবার দুপুর ১২ টার দিকে রাষ্টিয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভুমি এস এম শাহনেওয়াজ মেহেদী।আরও উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ বানি ইসরাইল ও চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনের একটি চৌকস পুলিশ দল।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আলতাব উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা নবাব আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা শমসের মল্লিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবেদ আলী,বীর মুক্তিযোদ্ধা শফি উদ্দিন,বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কুদ্দুস, সহ বিভিন্ন মুক্তি যোদ্ধা,স্থানীয় সুধীজন। মরহুমের লাশের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে মুন্সিগঞ্জ পশুহাটস্থ তেল পাম্পের পিছনের চাতালে।জানাজা শেষে গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পারিবারিক সূত্রে জানাগেছে,বীর মুক্তি যোদ্ধা উম্বাদ আলী বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডা. একরামুল হক জোয়ার্দ্দার ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এনামুল হক জোয়ার্দ্দারের পিতা,তারা তার পিতার জন্য সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন।

দামুড়হুদায় অবৈধভাবে ফসলি জমির মাটি উত্তোলন, দুইজনের কারাদণ্ড

দামুড়হুদায় মাটি উত্তোলনের দায়ে দুইজনকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দুই মাস করে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। রবিবার ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সোহেল।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার তারিণীপুর মাঠে ব্যক্তিমালিকানাধীন ফসলি জমি থেকে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলনের অভিযোগে দুইজনকে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে তারিণীপুর মাঠে ভেকু দিয়ে বিনা অনুমতিতে মাটি উত্তোলন করে ট্রাক্টরের মাধ্যমে পরিবহনকালে স্থানীয়দের সহায়তায় হাতেনাতে আটক করা হয় অভিযুক্তদের।

আটক ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর গাতিরপাড়ার শহীদুল ইসলামের ছেলে শামীম ইসলাম (২০) এবং তারিণীপুর গ্রামের আমির হোসেনের ছেলে খালিদ হোসেন (২৫)।

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (সংশোধিত ২০২৩)-এর সংশ্লিষ্ট ধারা লঙ্ঘনের দায়ে ১৫(১) ধারা অনুযায়ী প্রত্যেককে দুই মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। আটক ট্রাক্টরটি থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে।

দণ্ডপ্রাপ্তদের গতকালই চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, অবৈধ মাটি উত্তোলনের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদায় প্রকৃতিকে রাঙিয়ে তোলা বসন্তের রুপকন্যা শিমুল বিলুপ্তপ্রায়

গাছে গাছে সবুজ পাতা, মুকুল আর ফুল আর কোকিলের ডাক মনে করিয়ে দেয় বসন্তের আগমনি বার্তা। ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে আবহমান গ্রামবাংলার প্রকৃতিকে রাঙিয়ে অনেক ফুল ফুটলেও এখন আর তেমন চোখে পড়ে না রক্তলাল নয়নাভিরাম শিমুল ফুল।

কিন্তু কালের বিবর্তনে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার আগুন ঝরা ফাগুনে চোখ ধাঁধানো গাঢ় লাল রঙের অপরূপ সাজে সজ্জিত শিমুল গাছ এখন বিলুপ্তপ্রায়।

এক-দেড় যুগ আগেও দামুড়হুদা উপজেলা বিভিন্ন গ্রামের অধিকাংশ বাড়ির আনাচে কানাচে আর রাস্তার পাশে অনেক শিমুল গাছ দেখা যেত। প্রতিটি গাছে গাছে প্রস্ফুটিত শিমুল ফুলই স্মরণ করিয়ে দিত বসন্তের আগমনী বার্তা। বসন্ত আগমনের এক সঙ্গে প্রকৃতি প্রতিটি গাছেই আসতে শুরু করেছে নতুন পাতা। ইতি মধ্যেই কোকিলের সুমিষ্ট কুহুতালে ফাগুনের উত্তাল বাসন্তী হাওয়া দিচ্ছে দোলা। মুকুল আর শিমুল ফুল দেখে বোঝা যায় শীত বিদায় নিয়ে আসছে ফাগুন। শিমুল গাছের শাখাগুলো বসন্তের আগমনে লাল শাড়ির ঘোমটা পরা গ্রাম্য নববধূর সাজে সজ্জিত হতে দেখা যায়, যা দর্শনে হতাশ প্রেমিকের মনেও জাগিয়ে তোলে আশা।

অন্যান্য গাছের তুলনায় শিমুল গাছ অনেক উঁচু হওয়ায় বহু দূর থেকে এ মনোরম দৃশ্য চোখে পড়ে। কেবল সৌন্দর্যই বিলায় না, শিমুল গাছের রয়েছে নানা উপকারিতা ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব।

প্রাকৃতিকভাবে তুলা আহরণের অন্যতম অবলম্বন শিমুল গাছ। এ গাছের সব অংশেরই রয়েছে ভেষজ গুণ। গ্রামে শিমূল গাছ ঔষধি গাছ হিসেবেও পরিচিত। গ্রামাঞ্চলের মানুষ বিষ ফোড়া, আখের গুড় তৈরিতে শিমুলের রস ও কোষ্ঠ কাঠিণ্য নিরাময়ে গাছের মূলকে ব্যবহার করতো।

শিমুল গাছ ৯০ থেকে ১০০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় এবং বেশ মোটাও হয়। নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে শিমুল গাছ দেড় শ’ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। শীতের শেষে পাতা ঝরে পড়ে। বসন্তের শুরুতেই গাছে ফুল ফোটে। আর এ ফুল থেকেই হয় ফল।

চৈত্র মাসের শেষের দিকে ফল পুষ্ট হয়। বৈশাখ মাসের দিকে ফলগুলো পেকে শুকিয়ে গিয়ে বাতাসে আপনা আপনিই ফল ফেটে প্রাকৃতিকভাবে তুলার সঙ্গে উড়ে উড়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়া বীজ থেকেই এর জন্ম হয়। বালিশ, লেপ ও তোশক তৈরিতে শিমুল তুলার জুড়ি নেই। অথচ বর্তমানে মানুষ এ গাছকে তুচ্ছ মনে করে কারণে অকারণে কেটে ফেলছে।

ইটভাটার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হলেও সেই তুলনায় রোপণ করা হয়নি। ফলে আজ বিলুপ্তির পথে গাছটি। শিমুল গাছ উজাড় হওয়ার ফলে পরিবেশের ওপরে পড়েছে নেতিবাচক প্রভাব। গাছটি নিধনের জন্য একমাত্র ইটভাটাই দায়ী। এ গাছ অনেক উঁচু হওয়ায় কাক, কোকিল, চিল, বকসহ বিভিন্ন ধরনের পাখি বাসা বেঁধে বসবাস করত। এ গাছ উজাড় হওয়ার ফলে এসব পাখিরা আবাসস্থল হারিয়ে পড়েছে অস্তিত্ব সঙ্কটে। গাছ না থাকায় আবাসস্থলের অভাবে ধীরে ধীরে এসব পাখিরাও হারিয়ে যাচ্ছে।
গ্রামে শিমূল গাছ ঔষধি গাছ হিসেবেও পরিচিত। কিন্তু কালের বিবর্তনে আর আধুনিকতার ছোঁয়ায় তেমন চোখে পড়ে না শিমুল গাছ। প্রতিনিয়ত বিলুপ্তি হয়ে যাচ্ছে শিমুল গাছ। যার কারনে গ্রাম বাংলার বুক থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে, অতি চিরচেনা শিমূল গাছ।